সারাংশ (Abstract)

বাংলা উপন্যাসে ধর্মের প্রসঙ্গ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাসের ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনার মধ্যে সামাজিক পটভূমিকায় ধর্মের প্রভাব এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সমাজ ও ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে চিহ্নিত করেছে। মানব সমাজের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মের স্থান সর্বজনবিদিত। ধর্মের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে মানুষের ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্ম অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র ধর্মের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়ার উপায় নয়, প্রকৃত ধর্মের চরিত্র ও নীতির বিবর্তন প্রকাশিত হয়ে ওঠে। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মকে কখনো গ্রহণযোগ্য আবার কখনো ব্রাত্য করে তোলে। বর্তমান গবেষণায় বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত লিখিত উপন্যাসগুলিতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংকট প্রদর্শিত হচ্ছে, তার নিরিখে পাওয়া সত্য তথ্যগুলি এক আধুনিক ধর্মীয় সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্মের প্রসঙ্গ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'** অর্থাৎ বর্তমান গবেষণার প্রধান উপপাদ্য হ'ল, বাংলা উপন্যাস, যার ওপর নির্ভর করে বর্তমান গবেষণার মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই তথ্যনির্ভরতা গবেষণার কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণার কাজের সাথে বর্তমান গবেষকের অগ্রগামী গুণীজন হিসেবে, বর্তমান গবেষকের পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণাকাজ, বর্তমান গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গবেষণার উদ্দেশ্য হ'ল – প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের পরবর্তীকাল অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে ধর্ম ও সমাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব কিভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয় সেই বিষয়ে সম্যকজ্ঞান আহরণ করা। দ্বিতীয়তঃ বাংলা উপন্যাসের প্রভাব বর্তমান সমাজকে কতখানি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ করে গড়ে তুলতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া। তৃতীয়তঃ সাধারণ মানুষ ধর্মপুস্তকের পরিবর্তে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উপন্যাস পাঠের দ্বারা ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হয়, তখন তা পাঠকের

মধ্যে নীতিবোধ, মূল্যবোধের জন্ম দিতে সক্ষম হতে পারে। আর এই নীতিবোধ, মূল্যবোধই মানুষের মধ্যে ধর্মবোধের প্রতিচ্ছবি। যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সেই কারণেই ধর্ম পুস্তক (যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বয়ঃক্রমের কাছে বেশি গ্রাহ্য) – এর পরিবর্তে উপন্যাসকেই বর্তমান গবেষক, এই গবেষণার জন্য মনোনীত করেছেন। ধর্মজ্ঞান আহরণের আর এক মাধ্যম – উপন্যাস পাঠও হতে পারে, এই সত্যানুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষক এই গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন। এই গবেষণায় মূলত গুণগত পদ্ধতি (কোয়ালিটেটিভ স্টাডি) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষক গবেষণার কাজের সুসংহত অগ্রগতির কারণে যে বিশেষ পদ্ধতিকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেই পদ্ধতিটি হ'ল – বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে ধর্মের পরিচয় পেতে, বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময় পর্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায়, গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে গবেষণাকালকে সচেতনভাবেই পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গবেষণাকালকে বিষয়ভিত্তিকগতভাবে বিভক্তিকরণ করা হয়নি, কেবলমাত্র গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে, সচেতনভাবেই, গবেষণাকালের নিরিখে, উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে বিভক্তিকরণ করা হয়েছে। পর্বগুলি হ'ল যথাক্রমে প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। এবার এই তিনটি পর্বের, প্রতিটি পর্বকে, পাঁচটি অনুশীর্ষ (Sub Heading) – এ বিভক্ত করা হয়েছে। অনুশীর্ষগুলি যথাক্রমে ইতিহাস, রাজনৈতিক দিক, সামাজিক দিক, সমাজে নারীর স্থান ও ধর্মীয় দিক। মানুষের সাধারণধর্মকে গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণায় পরিণত করার ভাবনা থেকেই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়কে বর্তমান গবেষক, সময়ের নিরিখে, উপযুক্ত সময় বলে মনে করেছেন। সকল ধর্মের নির্যাসকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করে, বিশ্বের সকল প্রান্তে এক সর্বজনীন ধার্মিক বার্তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কারণে, এই ভাবনার অবতারণা যা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে এক সদর্থক বার্তা হয়ে উঠতে পারে। এই বিশ্বায়নে ধর্মের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচ্য হতে পারে। ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) উপন্যাসপ্রাপ্ত গবেষণার তথ্যানুযায়ী যে বিষয়গুলি গবেষণায় প্রাধান্য পাচ্ছে তা হ'ল – ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মভাবনা, আচার সর্বস্ব ধর্ম – ধর্ম নয়, সমাজে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, সমাজে ধর্মের নিরিখে

নারীর প্রকৃত অবস্থান, প্রকৃত ধর্মবোধ। সামাজিক বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে হলে তা মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বোঝা সম্ভব হতে পারে। কারন সমাজের যেকোনো পরিস্থিতি বর্তমান গবেষকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই, কোন না কোনভাবে উপরোক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই সম্মানীয় সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ধর্ম সম্পর্কে মতামতের সাথে, গবেষণায় গৃহীত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্ম সম্পর্কে মতামত যেভাবে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে, তার যথার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় ঔপন্যাসিকদের মতামত বিভিন্ন উপন্যাসগুলিতে কখনো কখনো এক হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যাচ্ছে। সর্বদা হয়ত তাঁদের এই মানসিকতা, তাঁরা নিজেরাও সমর্থন করেন না। তবু জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণে রেখে, উপন্যাসগুলিকে শুধুমাত্র নিজধর্মের আঙ্গীকে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবিকতার ঐক্য রক্ষার ভাবনায়, ধর্মবোধকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যা বিশ্বায়নের সদর্থকতাকেই দৃশ্য করে তুলেছে। তাই এই ছাব্বিশ বছরের বাংলা উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকরা ধর্মের প্রসঙ্গ কিভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ধর্মের সদর্থকতা ও নঙর্থকতাগুলিকে মানুষের মূল্যবোধের আয়নায় কিভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন তাই বর্তমান গবেষকের কাছে বিচার্য বিষয়। কারণ মানুষের মনন বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিকে গ্রহণ করার এক সদর্থক পদক্ষেপ।